দৈনিক বাংলা

তারিখ ..2 8. JUN..1987

পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ

সরকারী রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত অনেক বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এমন বহু শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন যারা ১০ বছর এমনকি তারও বেশীকাল ধরে বহু কষ্টে শিক্ষকতা করে আসছেন। তাদের আশা তাদের বিদ্যালয়গুলোকে একদিন সরকারীকরণ করা হবে এবং তখন তাদের কষ্টের অবসান ঘটবে। বস্তুত তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো একদিন সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে, নিয়মিত তারা বেতনভাতা পাবেন এই আশায় বুক বেঁধেই তারা শত কষ্টের মধ্যেও বিদ্যালয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, তাদের আশা এখনও মিথ্যা আশা হয়েই আছে, আর তাই তাদের কষ্টেরও অবসান হচ্ছে না।

এ অবস্থায় একজন প্রবীণ শিক্ষক হিসাবে আমার বক্তব্য এবং কর্তৃপক্ষের কাছে পরামর্শ হল, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকাদের তাদের চাকরির বয়স অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে থানাওয়ারী ভিত্তিতে পিটিআই ট্রেনিং নেয়ার সুযোগ দেয়া হোক এবং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের ফলে যেসব পদ শূন্য হবে সেসব পদে ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়োগদান করা হোক। এদের সরকারী বিদ্যালয়ে নিযুক্তিতে রেজিস্ট্রিকৃত বেসরকারী বিদ্যালয়ের যেসব পদ শূন্য হবে সেসব পদে শিক্ষিত বেকারদের নিয়োগদান করা যেতে পারে। এভাবে দীর্ঘদিন থেকে যারা চরম অর্থকষ্টের মধ্যে শিক্ষাদান করে আসছেন তাদের যেমন সরকারী বিদ্যালয়ে চাকরি সুযোগ মিলবে তেমনি বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোতে অনেক বেকার তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। তা হল বেসরকারী বিদ্যালয় রেজিস্ট্রিপ্রাপ্ত না হওয়া তাদের কার্যকাল বাদ দিয়ে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর যতদিন তারা কাজ করছেন বা করবেন অন্তত সেই সময়টুকু তাদের কার্যকাল বা সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত ধরে নেয়া সমীচীন এবং ন্যায়সঙ্গত। আশা করি শিক্ষা বিভাগীয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সহৃদয়তার সঙ্গে বিবেচনা করবেন এবং পরামর্শটি বাস্তবায়নের আশু ব্যবস্থা করে দীর্ঘদিন থেকে রেজিস্ট্রিপ্রাপ্ত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকদের প্রত্যাশা পূরণ ও সেই সঙ্গে শিক্ষিত বেকার তরুণদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবেন।

ডাঃ মোঃ শামসুল হক
প্রাক্তন মেডিক্যাল অফিসার, তারাশ থানা ডিবি ম্যানেজ দাতব্য চিকিৎসালয়, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সভাপতি কুন্দইল হক পশ্চিমপাড়া ইসলামী ফাউন্ডেশন পাঠাগার, জামে মসজিদ, ম্যানেজিং কমিটি বিবি ফিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কুন্দইল প্রাথমিক বিদ্যালয়, কুন্দইল, তাড়াশ পিসি নং ৬৭৮০, সিরাজগঞ্জ।